Bhooter Boi

Doll Putul

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

ভূতের বই

ঢপ পুতুল

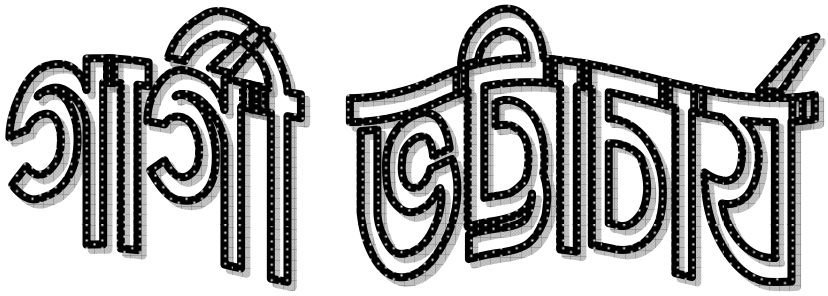

রিন্টোর কৈশোরকে, মামী

ডল পুতুল

ডলপুতুল একটি ভূতের গল্প । পুতুল ভূতের গল্প । তোমরা বার্বি ডল , কাপড়ের ডল, টেডি বিয়ার ,পাপেট শোয়ের পাপেট এইসব দেখে থাকবে। কিন্তু কেউ কি ভূত পুতুল দেখেছো ?

এমনই একটি পুতুলের গল্প :: ডল-পুতুল ---।

সেই পুতুলের নাম ডল । বার্বির মতন রূপসী নয় সে । বরং সফট্ টয়েজের মতন ,রোঁয়া ওঠা অমসৃণ শরীর তার । ডলের ।

দেশটার নাম সোনাঝরা । সেই সোনাঝরা দেশের মেয়ে পপি ।

পপির বাড়ি পাহাড়ের ওপরে । সোনাঝরা দেশে ছোট ছোট পাহাড় । বালির পাহাড় । তাই নাম সোনাঝরা । যেন সোনার কুচি ছড়িয়ে আছে মাঠে , রাস্তায় । পপির বন্ধু অচিন দেশের ছেলে ভোদাফোন মালাকার ।

সোনাঝরা দেশে আজকাল বরফ পড়ে । হ্যাঁ, মরুভূমিতে বরফ পড়ে । সবকিছু বদলে গেছে । উটেদের নাভিশ্বাস ওঠে বরফের তলায় চাপা পড়ে । এদিকে গাছপালা বেশ কম । ফণিমনসা বা ক্যাকটাসে ভর্তি । এখানকার মানুষ ক্যাকটাসের নানান ডিশ খায় । কাঁটা বেছে নেয় । আগে জলের আকাল ছিলো । এখন রোজ আইসক্রিম খেতে পারে ।

ওদিকে অন্যসব ঠান্ডার দেশে গরম বাতাস বয় । এস্কিমোরা ঘেমে নেয়ে একাকার । ইগলু গলে গেছে । সূর্যের প্রখর তাপে । ওরা এখন হাফ প্যান্ট পরে । মাঠে ঘাটে শুয়ে থাকে ।

সে যাইহোক এখানে একটি বাচ্চা ছেলে মানে কিশোর থাকে । একা । ওর নামই ভোদাফোন মালাকার । সাথে একটি ভেড়া থাকে । ওর বন্ধু । ও পাহাড়ি দেশ থেকে নিয়ে এসেছে ।

ভেড়ার নাম শাবক । শর্টে শ্যাবি ।

এখন তো আর তেমন গরম নেই তাই ভেড়াও মজায় আছে। তবে ও ---যে সে ভেড়া নয়।

রোজ সকালে উঠে ও একটা করে নীল সোয়েটার খোলসের মতন ছাড়ে। আমাদের গল্পের হিরো, সেই সোয়েটার বিক্রি করে দিন কাটায়। কারণ হঠাৎ ঋতু বদলে যাওয়ায় এখানে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে সোয়েটার কেনে। আগে সোয়েটার কি তাই জানতো না !

যেমন সবসময় জোব্বা পরে থাকা এস্কিমোরা জানতো না যে একদম নিচে চামড়া বলে একটা জিনিস আছে। তার তলায় সমস্ত হাড় , মাংস।

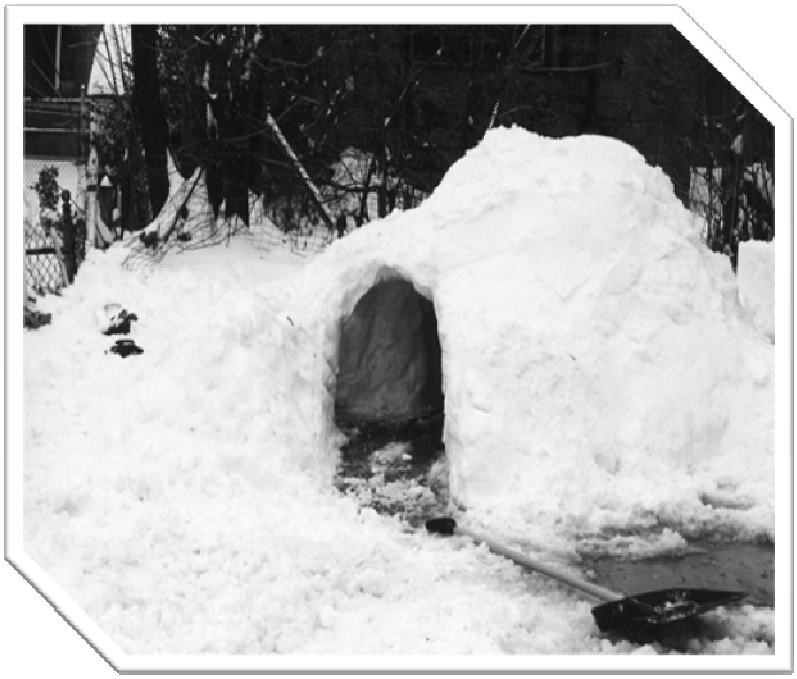

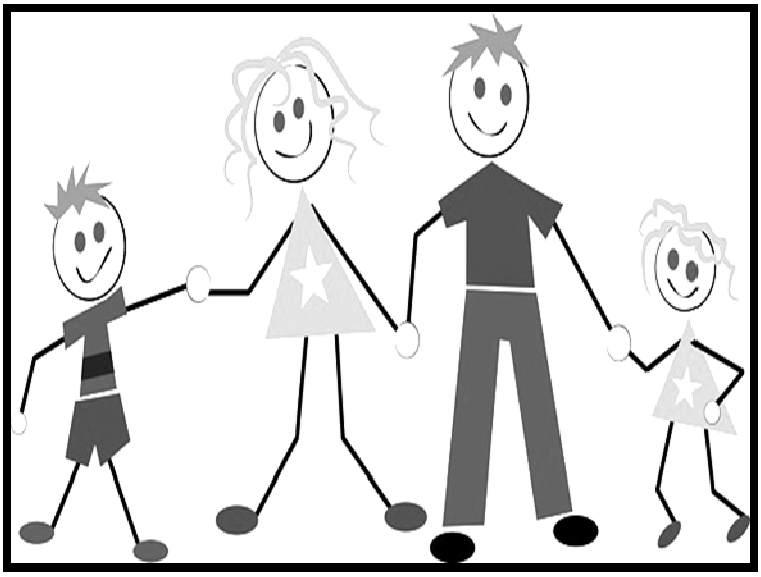

গল্পের হিরোর নাম ভোদু । আসলে লোকে ওকে ভোঁদা বলে ডাকতো । তার থেকে ভোদু । কেউ কেউ শর্টে বলে ভো ।

ও একা থাকে এখানে । বাড়ি থেকে পালিয়ে নয় বলে কয়েই এসেছে । কারণ ও স্বাধীন । বাড়িতে সবসময় ওকে ছোট ছোট বলে সবকিছু থেকে বাতিল করে দিতো । ও রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করতো : তোমরাও তো ছোট থেকেই একদিন বড় হয়েছো ,না কি ? তোমরা যে ছোট থেকে বড় হয়েছো সেটা তোমরা সবসময় বলবে ।

কিন্তু বড়রা বেশ রগচটা । কোনো যুক্তির ধার ধারেনা । বিশেষ করে মায়েরা । লজিক বোঝে না । বেশি কিছু বললেই কেঁদে ফেলে ভ্যাঁ করে । ভোদু ভাবে , আমি যদি ভো হই মায়েরা তাহলে ভ্যাঁ ! কিন্তু বড়দের মুখের ওপরে তর্ক করা যায়না । লোকে মন্দ বলে ,তা সে বড়রা যতই বেয়াড়া লজিক দিক না কেন!

এইসমস্ত ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে সে ভেড়াকে নিয়ে সোনাঝরা দেশে চলে এসেছে । কুকিং নিজেই করে । বেশির ভাগ সময় খায় ক্যাকটাস পাতার স্যালাড , কচি উটের মাংস , ক্যাপসিকামের পরোটা আর পাঁঠার মাংস । এছাড়া এখানে মাথার চুলের মতন এক ধরণের সবজি পাওয়া যায় । ওরা বলে : হুডুল্‌স্‌ ।

সেই সবজি কেটে , ছাগলের দুধে গুলে স্যুপের মতন খায় । **ভোয়ের বাড়ির পেছনে এই লাল পথ । যেন স্বপ্নের দেশ !**

রোজ সকালে উঠে কুকিং সেরে ফেলে । তারপরে কিছুটা সময় ব্যায়াম করে । ওর পাশের বাড়িতে একটা হাতি আছে । পোষা হাতি । তাকে নিয়ে ভো, বেশ কয়েক ঘন্টা লোফালুফি খেলে ।

শরীর মজবুত থাকে এতে । এখানে কাছেপিঠে কোনো জিম নেই তো তাই । হাতিই ভরসা । এখন তো গ্লোবালাইজেশানের যুগ !

সবাই সব জায়গায় আছে । এখানে মরুতে এখন ক্যাঙ্গারুও আছে । ওরা পকেটে ক্ষুদে ক্যাঙ্গারুকে নিয়ে লাফিয়ে চলে ।

অনেক সময় ভোয়ের অনুরোধে পকেটে করে ক্যাকটাসের রোল, যাকে এখানে বলে-ক্রোল তাই এনে দেয়, দূরের বাজার থেকে । এখানে ক্যাঙ্গারুকে বলে : লম্ফি ।

লাফিয়ে চলে বলে । ভো একবার ওর বন্ধু লম্ফিকে শাস্তি দিয়েছিলো কারণ ও সময় মতন ক্যাকটাসের রোল :: ক্রোল এনে দিতে পারেনি বলে । তখন ভোয়ের বাবা ও মা - ভ্যাঁ এখানে এসেছিলো । ঠিক সেইসময়- লম্ফির গাফিলতি ভোয়ের পছন্দ হয়নি ।

বাবা -মায়ের বিশেষ করে ভ্যাঁয়ের সামনে প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি । এমনিতেই মা ভ্যাঁ করে কাঁদার জন্য ওঁৎ পেতেই থাকে ।

উনিশ থেকে বিশ হলেই বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে চাপাচাপি যা কিনা ওর মোটেই ভালোলাগেনা । কাজেই লম্ফিকে ও শাস্তি দেয় । প্রেস্টিজ পাংচার করার অপরাধে । শাস্তি হল এই যে ওকে এক পা এক পা করে বাজারে যেতে হবে ।

তারপর থেকে লম্ফি শুধরে গেছে । আসলে ও কোনোদিন শজারু দেখেনি । তাই বাজারে, শজারু দেখে অবাক হয়ে চেয়ে ছিলো । কারণ যার গায়ে এতগুলো কাঁটা সে নাকি সোয়েটার কিনে নিয়ে যাচ্ছিলো । নাচতে নাচতে সোয়েটার বোনার কথা ।

আসলে শজারু আস্তে চলে আর সোয়েটার কিনে পরে -মানে ও খুবই অলস । তাই অন্যদিকে চেয়ে লম্ফি একটু হেসেও ফেলেছিলো ।

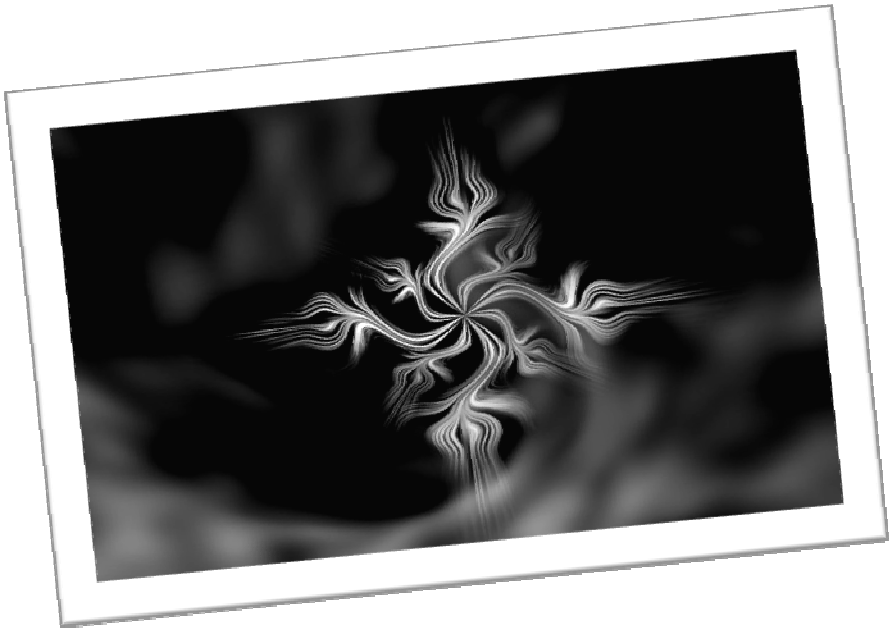

লম্ফির রংটা আজব । ও কিন্তু সাধারণ ক্যাঙ্গারুর মতন নয় । ওর গায়ের রং রামধনুর মতন । আর ও অবসর সময় গায়ের রং অন্যকে দেয় ।যেমন আকাশের অনেক সময় নীল রং লাগে । গাছের লাগে সবুজ , বালির হলুদ এইসব আর কি ।

লম্ফি কোটরে থাকে । একটা মড়া গাছের কোটরে । সারাদিন ঘুমায় । বিকেলে উঠে হাত মুখ ধুয়ে, একটু খেয়ে নেয় । তারপর একটা লন্ঠন জ্বালায় । সেই লন্ঠন দিয়ে আসে ভো কে । আগুনের শিখার, উজ্জ্বল হলুদ রং নিজের শরীর থেকে দিয়ে দেয় । কাজেই কেরোসিন বা অন্য জ্বালানি ছাড়াই জ্বলে লন্ঠন ।

একদিন চাঁদ উঠেছে । পূর্ণিমা । চারপাশে জোছনার রং , রূপার মতন চকচক করছে । এইসব সন্ধ্যায় লম্ফি লন্ঠন জ্বালে না । বাইরে চমৎকার আলো । একটা সুন্দর লন্ঠন এমনি রেখে দেয় ।

সোয়েটার বিশারদ ভেড়া ঘুমিয়ে পড়েছে । ভো একটু হাঁটতে বেরিয়েছে । থই থই জোছনায়, অনেক দূর চলে গেলো ।

আজ লম্ফি বাজার থেকে এগরোল এনেছিলো । শহর থেকে কারা এসে নাকি দোকান দিয়েছিলো । এগ রোলের দোকান । দূর্দান্ত খেতে । তবে ডিমগুলো মুর্গি বা হাঁসের নয় । এগুলো ঘোড়ার ডিম ।

সাইজ তা প্রায় ফুটবলের মতন । ওমলেট ভাজলে অনেকে মিলে খাওয়া চলে । কাজেই সেই রোল খেয়ে মনটা ফুরফুরে হয়ে গিয়েছিলো ভোয়ের । এখন হাঁটতে বেরিয়ে তাজা বাতাসে আরো ভালো লাগছিলো ।

ও যেদিকে হাঁটতে এসেছে সেদিকটা একটু নির্জন । সার দিয়ে বড় বড় গাছ । এই গাছের ডালের মধ্যে জল থাকে । ডালগুলি খুব মোটা । পাশবালিশের মতন । আর ভেতরে থাকে ঠান্ডা জল । আজকাল এই এলাকায় বরফ পড়ায় সেই জল জমে আইসক্রিম হয়ে যায় ।

গাছের সারি আর মেঠো রাস্তা । আকাশে চাঁদ । বিরাট একটা থালার মতন যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে ।

সেই রাস্তা দিয়ে একমনে হাঁটছে ভো । এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ে অনেক পুতুল । কে বা কারা যেন গাছের ডালে আটকে দিয়ে গেছে ।

পুতুলগুলো নানান রং এর আর সাইজের । দেখতে খুব ভালো লাগছে । কেউ মৃদু বাতাসে দুলছে ।

--পর পর এতগুলো পুতুল কে ঝুলিয়েছে এখানে ? মনে মনে ভাবে ভো । আজকে সাথে হাতিও এসেছে । ওর নাম ভো দিয়েছে গোলা ।

যেন বিরাট কোনো পাথরের গোলা ।

তো গোলা হেসে বলে : দেখেছো ভো-সাহেব পুতুলগুলো কেমন দুলছে ? ওদের বলবে : দুলারি ।

বলেই এগিয়ে গিয়ে শুঁড় দিয়ে ওদের আরো দুলিয়ে দিলো ।

একটা পুতুল যেন হিহি করে হেসে উঠলো ।

হ্যাঁ , সত্যি পুতুলটা হাসছে । হিহি থেকে হোহো । এবার খুব জোরে জোরে হাসছে । গোলা আর ভো দুজনেই অবাক ।

একটা পুতুলই শুধু হাসছে । অন্যরা দুলে দুলে থেমে যাচ্ছে ।

এবার যেন একটু গা ছমছম করে ওঠে ভোয়ের । তবে সাথে আছে হাতি সাথী । হাতি মেরে সাথী । এতবড় একটা জন্তু যেখানে পাশেই দাঁড়িয়ে সেখানে ভূতের চাচাও ভয় পাবে ভোয়ের কাছে ঘেঁষতে ।

তাই মনে সাহস এনে ভো এগিয়ে যায় পুতুল নাচের আসরে ।

গাছের পর গাছ , সার দিয়ে দাঁড়িয়ে । ঝুলছে অজস্র পুতুল । রং- বেরং এর । সবাই দুলছে শুধু একজন খিলখিল করে হাসছে । হাহাহাহা , হোহোহোহো, হিহিহিহি !

পরদিন এই অঞ্চলে, অনেকেই সেই পুতুল কাব্য নিয়ে চর্চা শুরু করলো । অনেকেই সেই পুতুল নাচ দেখেছে । গোলা যেমন ওদের বলে দুলারি অন্যরা বলছে নাচনী । কিন্তু নাম যাইহোক না কেন এতগুলো পুতুল হঠাৎ কোথার থেকে এলো সেই নিয়ে সবাই ভাবছে ।

পুতুলগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ।কেউ রাজার মতন , কেউ সৈন্য , কেউবা বিবি মানে রাণী কেউ বা এমনি একটা সাধারণ মেয়ে ।

কেউ কিশোর ,তার মাথা ভর্তি সোনালি চুল । কিশোরীদের ববকাট চুল । কোনো কোনো পুতুল তো রীতিমতন ন্যাড়া মাথা । এটাই তো স্টাইল আজকাল ! আগে ন্যাড়া বেলতলায় যেতোনা -এখন সেখানেও যায় । ওদের দেখে বেলগাছ আর অবাক হয়না । বেলও ঝরে পড়েনা টুপ করে । বরং বলেঃ ইট্স্ ওকে ডিউড ! কাম অন ডোন্ট বি ফাংকি লিটিল বেলুজ্!

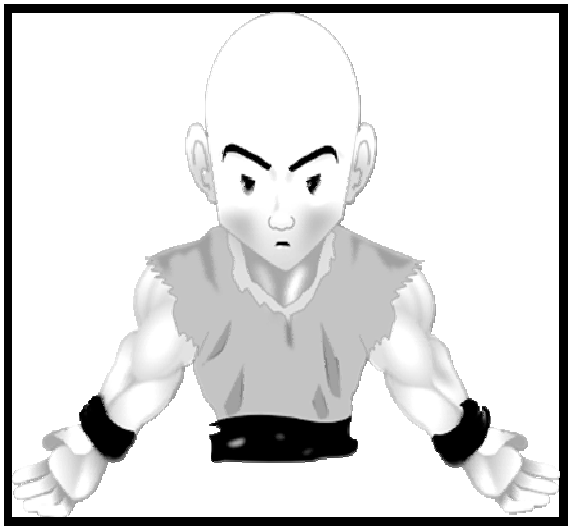

যেই মেয়ে পুতুল হাসছিলো তার নাম দিলো ভো : ডল । এবার থেকে ও হবে ডলপুতুল ।

আবার আরেক সন্ধ্যায় ভো গেছে ঐ পথে ঘুরতে । এবার সঙ্গে গেছে লম্ফি । লম্ফি, পুতুলের কথা বিশেষ করে ডলপুতুলের কথা শুনেছে ভোয়ের কাছে । কাজেই ও খুবই এক্সাইটেড্ ডলকে দেখার জন্যে । তাই আজ ও এসেছে ভোয়ের সাথে । হাতি মেরে সাথী আজ একটু ঝিমিয়ে পড়েছে । আসলে একটা বাচ্চা হাতি এসেছে এখানে । তাকে নিয়ে একটু শপিং এ গিয়েছিলো বলেই হয়ত । সেখানে মানুষের খেলা দেখা যায় । মানুষ মানুষের ঘাড়ের ওপরে উঠে বিভিন্ন ম্যাজিক দেখায় । সার্কাস দেখায় । অনেক মানুষের ইয়া বড় বড় গোঁফ হয় । সেগুলো বেণী করে রাখে । সেই গোঁফ ধরে বামন মানুষ মানে অসম্ভব বেঁটে বেঁটে লোক ঝুলে পড়ে । তবে সব থেকে মজা লাগে গোলার--হাতির মতন মানুষ দেখতে । ওদের বলে হোঁৎকা । ওরা মানুষ হলেও হাতির মতন ওদের শরীর । মুখটা মানুষের মতন । মানে শুঁড় নেই । ওদের দেখে গোলা আর বাচ্চা হাতি খুব হাসে ।

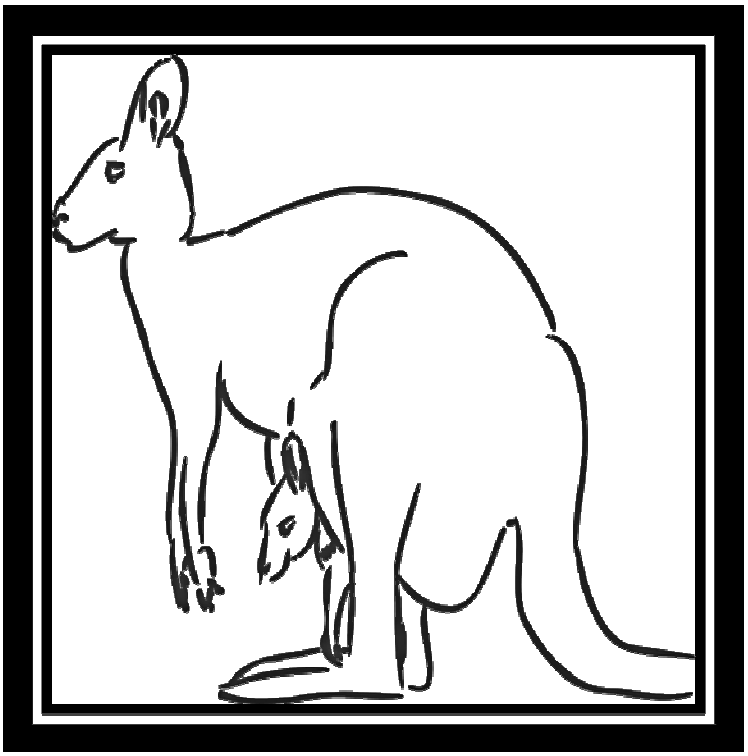

লম্ফি আজ খুব লম্ফঝম্ফ করছে না । ধীরে ধীরে চলেছে । আজ পুতুল নাচের দিন । তাই লম্ফি এত আস্তে আস্তে যাচ্ছে ।

ডলপুতুল আজও খুব হাসছে । হাহাহাহা হিহিহিহি ----

লম্ফি খুব সাহসী । কাছে গিয়ে দেখলো । দেখে কি পুতুলটার গা বেয়ে বেয়ে রক্তের ফোঁটা পড়ছে । জামাটা লাল হয়ে গেছে । জামার রং ওর এমনিতে রূপালি । তাতে নীল বর্ডার । মাথায় হলুদ ফিতে । ডলপুতুলের শরীর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত বিন্দু ।

লম্ফি অবাক হয়ে চেয়ে আছে । তখন ভো এগিয়ে গেলো । সেও দেখতে পেলো । রক্তের দাগ ।

এবার ভালোলাগা ও মজা দেখার থেকেও বেশি ভয় পাবার পালা ওদের । আজ লম্ফির পকেটে ঢুকে পড়লো ভোদু ।

তারপরে দুজনে মিলে চম্পট দিলো ঐ পুতুল নাচের আসর থেকে ।

এলাকায় রটে গেলো যে এখানে পুতুল গাছের কাছে ভূত পুতুল আছে । সে উচ্চস্বরে হাসে । তার গা বেয়ে বেয়ে টাট্‌কা রক্ত পড়ে । আর অন্য পুতুলগুলো কিন্তু সেরকম নয়, তারা কেবল দোলে । ঐ ডলপুতুলই আসলে ভূত বা মেয়ে ভূত অর্থাৎ পেত্নী ।

রটে গেলো । মানুষ ভয় পেলো খুব । যদি এবার ডলপুতুল কারো বাড়িতে হানা দেয় ? কি হবে তখন ?

ওরকম তাজা রক্ত যদি , কারো বারান্দায় নদীর মতন বয়ে যায় ?

সবাই ভয়ে জুজুবুড়ি ।

তখন শহর থেকে এলো-- শহুরে বুদ্ধিমান মানুষ । তারা স্যুট-টাই পরে গট্‌গট্‌ করে হাঁটে । মুখে ফট্‌ফট্‌ বিদেশী বুলি । চোখে রঙীন চশমা । ফিস্‌ফিস্‌ করে কার সাথে সমানে কথা বলে । হয়ত মোবাইলে বলছে , কে জানে ! তারা ভূত বিশারদ । বলে : ঘোস্ট হান্টার । প্রেতাত্মা শিকারী।

নানান যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে ভূত ধরবে বলে । সঙ্গে এসেছে ছায়াবাজ বলে একজন । লেংটি পরে এসেছে । সারা গায়ে তেল মাখা । চপচপ করছে । সে নাকি ছায়া ধরাতে এক্সপার্ট । মানে ভূত ধরাতে । কিন্তু অত তেলের জন্যে তাকে কেউ ধরতে পারেনা । জাপটে ধরলেই পিছলে যায় ।

এই ভূত বিশারদ দলটি অমাবস্যা রাতে কাজ করবে । কিছুদিন হেসে খেলে কাটালো । ভো কে একজন বললো : **ভাচ্চা ছেলে হেখানে হ্যাকা হ্যাকা ঠাকো , ভয় করে না ? (বাচ্চা ছেলে এখানে একা একা থাকো ভয় করেনা ?)**

ভোদুকে কেউ ভোঁদা বললে সে অত চটে না যতটা বাচ্চা বললে চটে । খোকা , বাচ্চা ছেলে , ছোট্ট একজন এইসব বললে ওর গা পিত্তি জ্বলে যায় ।

কট্‌মট্‌ করে বলে ওঠে : না দাদু ভয় করেনা। সিংহ একাই থাকে , গরু ভেড়া দলে থাকে ।

ছায়াবাজ টপ্‌কে পড়ে বলে ওঠে : তাই তো, তাই তো তুমি তো সিংহই বটে ! তা তোমার সিংহী কৈ হে ?

সিরিয়াসলি বলে ওঠে ভোদু : আমি ক্লাস ওয়ানে পড়তেই বিয়েটা সেরে ফেলেছি পাশের বাড়ির ফেলির সাথে । ও এখনও বাবা মায়ের সাথেই থাকে । কুকিং শিখছে । একটু ভালো মন্দ রান্নাতে হাত পাকালেই এখানে পাঠিয়ে দেবে ওর পেরেন্টরা । আমি ইউ- টিউবের মাধ্যমে ট্র্যাক করছি ।

ও রান্না আপলোড করে । আমি দেখি । তারপরে রাঁধি । যেদিন খেতে পারবো সেদিন ও এখানে আসবে ।

---তোমার গিন্নী কি রান্না করবে কে ঠিক করে ?

---ওগুলো আমিই ওকে ইমেলে লিখে পাঠাই । যেমন বেগুনের সন্দেশ , ঘোলের মধ্যে সেদ্ধ ডিম দিয়ে ডিমের দমদম, ভেটকি মাছ সুড়সুড়ি মানে ওটা খেলেই নিজে থেকে সারা গায়ে সুড়সুড়ি লাগবে আর ইলিশ মাছের কাঁটার চাউমিন ।

এছাড়া চিকেনের হাড়ের কাবাব মানে হাড্ডি কাবাব আর আনারসের খোসা ভাজা মানে চিপস্

খাবারের মেনুর নমুনা শুনে ছায়াবাজ যেন সুরুৎ করে পিছলে গেলো ।

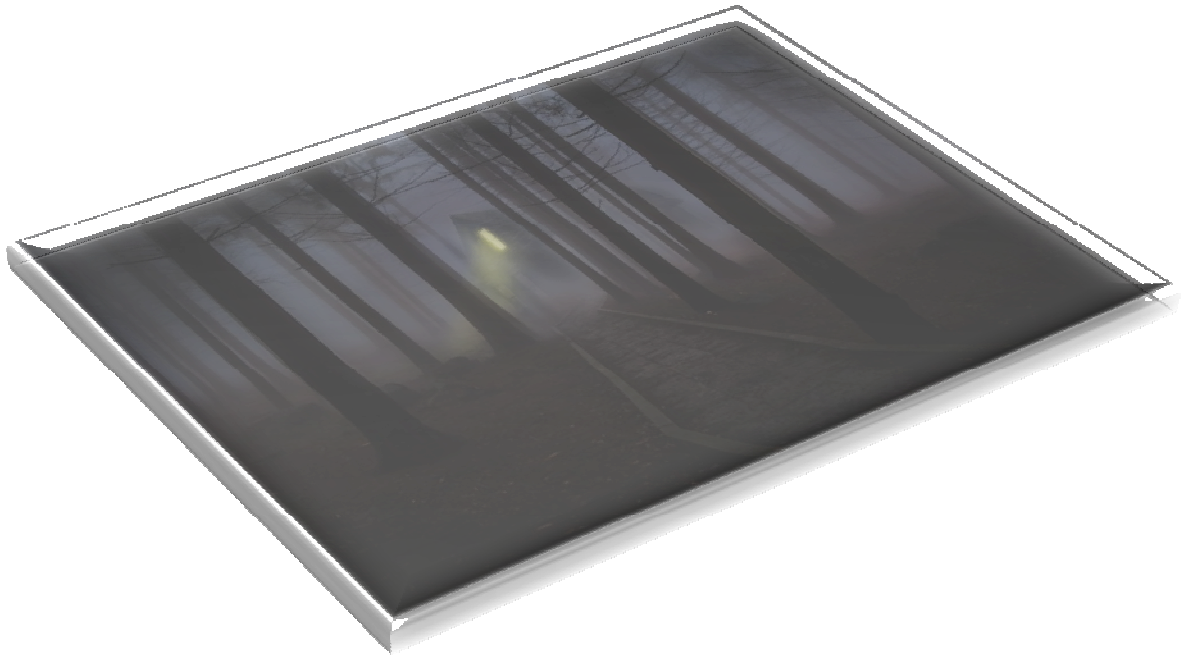

কয়েকদিন পরই অমাবস্যা । সন্ধ্যে হতেই সবাই তৈরি হয়ে নিলো । ভূতের আবির্ভাব হবে আজই । ডলপুতুলের রক্তের নিশানা দেখে ধরা হবে ছায়াকে । ঘোস্ট হান্টারের দল রেডি । তৈরি লম্ফি , গোলা আর ভোদু-ও । একটা জোঁক নিয়ে এসেছে ছায়াবাজ । এই বিচিত্র ক্ষুদ্র জীবটি রক্তের উৎস বার করতে পারবে রক্তরেখা ধরে গিয়ে ।

এমন সময় দেখা গেলো একজন বুড়ো মানুষ দূর থেকে হাতে মোটা টর্চ নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছেন ।সাদা গোঁফ ঝুলে আছে সান্টা ক্লজের মতন । পরে আছেন জোব্বা । কাছাকাছি

এসে হাত নেড়ে, মাথাটা একটু নিচু করে -ডানহাতটা বাঁ দিকের বুকের ওপরে রাখলেন । যেখানে মানুষের হার্ট থাকে ।

তারপরে সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন :

এই ডলপুতুল ভূত নয় । ও জীবন্ত । তোমাদেরই মতন ও একজন মানুষ । বাচ্চা মানুষ , ভোদুর মতন বড় সড় কেউ না ।

ভোদু চমকে ওঠে ! ওর নাম ইনি জানলেন কী করে ? তখন আবার উনি বললেন : আমি একজন প্রফেসর । আমার নাম এলোমেলো পাকড়াশি । নাহ্! কাউকে পাকড়াইনি শুধু একটু পরীক্ষা করতে চেয়েছি একটি প্রিন্টার নিয়ে । যাকে তোমরা বলো : থ্রি ডি প্রিন্টার ।

ঐ প্রিন্টারে আমি **থ্রি-ডি-হৃদয়** মানে হার্ট প্রিন্ট করে এই পুতুলটির বুকে বসিয়ে ছিলাম । নিছক মজা করেই । কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি ও মানুষের মতন ব্যবহার শুরু করেছে । আর হার্টটাও লাব ডুব -লাব ডুব শব্দে বেজে চলেছে । ও কাঁদছে , হাসছে । ইমোশনে ঠোঁট ফোলাচ্ছে । ও যেন একটা অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে । আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে । অতি সহজেই হয়ত এবার হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাবে ।

তবে অন্য পুতুলগুলো কিন্তু আমার নয় । আমাদের পাড়ায় এক বড়লোকের নিজস্ব প্রাইভেট জেট আছে । সেই ভদ্রলোক তার বাচ্চাদের ব্যবহৃত পুরনো বার্বি ডল, টেডি বিয়ার , পাপেট এই সমস্ত নিয়ে আকাশে উড়তে উড়তে নিচে ছুঁড়ে ফেলেন । ওটাই তার নেশা । কেউ প্রতিবাদ করেনা কারণ অনেকেই এইসব দামি , বিদেশী পুতুল কিনতে পারেনা আর বড়লোকের পুরনো জিনিস মানে অনেকসময়ই সাধারণ মানুষের প্রায় নতুন জিনিসের মতন । তাই অনেকে ফ্রিতে সুন্দর সুন্দর পুতুল পেয়ে যায় । আমার ছাদে এসে পড়ে কয়েকবার । আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম । আমি তো একা মানুষ । পরে ভাবলাম এগুলো গাছে

ঝুলিয়ে দিলে অন্যরা নিয়ে যাবে । ছোট বাচ্চারা ও ভোয়ের মতন ভীষণ বড়দের এগুলো কাজে লাগতে পারে । কিন্তু ডলপুতুলকে ঝোলাতেই লোকের মধ্যে কনফিউশান দেখা দেয় । ওকে সবাই ভূত মানে পেত্নী ভেবে বসে । আসলে ও কিন্তু আমাদের মতনই এক মানুষ । শুধু ওর জন্ম হাসপাতালে নয় , বিজ্ঞানীর গবেষণা ঘরে ।

হিহিহি, হোহোহো করে হেসে ওঠে ডলপুতুল । আরো জোরে হেসে ওঠে সবাই । শুধু প্রফির দেহটা দিগন্তে যেন মিলিয়ে যায় । আজ তো অমাবস্যা তাই দিগন্ত ঘোর কালো ।

সেই গাঢ়-রাত্রির গভীরে, কুচকুচে কালো আলকাতরার মতন আকাশে- মিলিয়ে যায় প্রফেসর এলোমেলো পাকড়াশির সেল্‌ফি-টা । প্রফি যেন ছায়ামানুষ ।

তার অন্ধকার ছায়াকে অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারেনা তুখোর ছায়াবাজ । প্রফি যেন কেবলই পিছলে পিছলে যায় !!

The End

Story, concept and illustrations ::

Gargi Bhattacharya using free images from pixabay.com under creative commons license ...

Special thanks to pixabay.com and a cuppa .....